FEB. 15 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .... পৃষ্ঠা .... কলাম ....

ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে হামলায় সর্বত্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

কতিপয় চিহ্নিত আওয়ামী লীগ নেতার উস্কানি ও মদদে পটিয়া মাদ্রাসায় হামলা চালানো হয়েছে

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ কতিপয় চিহ্নিত আওয়ামী লীগ নেতার উস্কানি ও প্রত্যক্ষ মদদেই পটিয়া মাদ্রাসায় তাণ্ডব চালানো হয়েছে। এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়ায় পরিচালিত ধ্বংসযজ্ঞে মাদ্রাসায় প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মাদ্রাসার ছাত্র -শিক্ষকদের ওপর হামলার অভিযোগে পুলিশ গতকাল (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত সর্বমোট ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে। পটিয়ায় এখনো ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এই ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে হামলায় দেশের সর্বত্র নিন্দা, প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিকে পটিয়া মাদ্রাসায় সুপরিকল্পিত হামলার প্রতিবাদে গতকাল চট্টগ্রামের সর্বত্র বিক্ষোভ, মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। বিকেলে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জামেয়া কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার এবং ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছে। জনাকীর্ণ এ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তাগণ বলেন, পটিয়া পৌর সভা, আওয়ামী লীগ নেতা নূর মোহাম্মদ সিদ্দিকীর উস্কানিতে এ হামলা

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

পটিয়া মাদ্রাসায় হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চালানো হয়েছে। এ হামলাকে তারা আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা হিসেবে উল্লেখ করেন।

এতে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা আব্দুল হালিম বোখারী। উপস্থিত ছিলেন সম্মিলিত মাদ্রাসা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য সচিব মাওলানা আল্লামা সুলতান যওক নদভী, মাওলানা রিজওয়ান ইমীরাবাদী, আব্দুর রহমান চৌধুরী, কাজী ফজলুল করিম, মাওলানা মুছাবিন ইসহাক। বুধবারের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বক্তাগণ বলেন, বেশ কিছু দিন যাবত একটি মহল জামেয়ার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপপ্রচারে নেমেছে। এ মহলটি জামেয়ার বিরুদ্ধে মাইকে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল লোকজনকে জামেয়ার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তাদের উস্কানিতে দুষ্কৃতকারীরা মাদ্রাসার চারদিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। সন্ত্রাসীরা মাদ্রাসা মসজিদ লক্ষ্য করে বেপরোয়া গুলীবর্ষণ, বোমাবাজি ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা মাদ্রাসার ত্রিতল মসজিদের দরজা-জানালা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। ঈদগার পার্শ্বস্থ মাদ্রাসার ত্রিতল ১২টি ভবনের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র ভেঙ্গে আগুন ধরিয়ে দেয়। এসব ভবনের লোকজনের ওপরও হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা নারী ও শিশুদের ওপরও চরম নির্যাতন চালায়। একইভাবে তারা মাদ্রাসার ভবনে হামলা চালায়। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তারা আরো জানান, এত ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াওর মধ্যেও জামেয়ার ছাত্র-শিক্ষকরা চরম ধৈর্যের পরিচয় দেন। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সংঘাত এড়াতে ছাত্রদের মাদ্রাসায় আটকে রাখে। তারা বলেন, পুলিশ এসব ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। পুলিশী বাধা উপেক্ষা করেই সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে। তারা ঘটনার জন্য আওয়ামী নেতাদের দায়ী করে বলেন, গত তিন দিন যাবৎ পটিয়া জামালবাজার এলাকায় বসবাসকারী আওয়ামী লীগের পৌর সম্পাদক নূর মোহাম্মদ সিদ্দিকীর ঘরে গোবিন্দার খিলের সাবেক কমিশনার জানে আলমের উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে সন্ত্রাসীদের দিয়ে মাদ্রাসায় আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তারা বলেন, পরিবেশকে অস্থিতিশীল করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার উদ্দেশ্যে এ নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

বক্তাগণ বলেন, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ চলাকালে কলেজ ছাত্র ফরিদ প্রাণ হারিয়েছে এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষ আহত হয়েছে। এর সাথে মাদ্রাসার ছাত্রদের কোন সম্পর্ক নেই।

বক্তাগণ অবিলম্বে ঘটনার সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করার দাবী জানান।

অপরদিকে মাদ্রাসায় ব্যাপক সন্ত্রাসী হামলার পর পটিয়ায় ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বুধবার বিকেলে মাদ্রাসায় হামলার ঘটনা কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে পুলিশ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। গতকাল সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি ছিল। এলাকায় বিপুল পরিমাণ দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। গ্রামবাসীর নামে গতকাল পটিয়ায় পূর্ণ দিবস হরতালের ডাক দেয়া হলেও পরে হরতাল প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। পুলিশ জানায়, পটিয়া পৌর এলাকার শ্রীমাই এলাকায় গতকাল সকালে লোকজন রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের হটিয়ে দেয়। তবে গতকাল কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। বুধবারের ঘটনার ব্যাপারে পুলিশ বাদী হয়ে ২২ জনকে আসামী করে পটিয়া থানায় মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ মোট ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে।

গত বুধবার বিকেলে একদল লোক পটিয়া মাদ্রাসায় হামলা চালায়। এ সময় সংঘর্ষ চলাকালে ১ জন নিহত এবং প্রায় ৫০ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ১০ জন এখন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

পটিয়া মাদ্রাসায় হামলার প্রতিবাদে সম্মিলিত মাদ্রাসা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ফেনী থেকে জেলা সংবাদদাতা জানান, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পটিয়া মাদ্রাসার ওপর বহিরাগতদের হামলার প্রতিবাদে ফেনীতে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বাদ আসর ফেনী বড় মসজিদের দোতলায় আলেম সমাজের এক প্রতিবাদ সভা ফেনী জামেয়া ইসলামিয়ার মোহতামেম ও ফেনী বড় মসজিদের খতিব হযরত মাওলানা কবির আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।